বাংলাদেশের ইতিহাস

Lecture-04

উপমহাদেশে ইসলামের আবির্ভাব

সিন্ধু বিজয়

- মুহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধু জয় করেন- ৭১২ সালে।
- রাষ্ট্রীয়ভাবে উপমহাদেশে ইসলামের সূত্রপাত হয়- ৭১২ সালে।
- আরবদের সিন্ধু বিজয়ের প্রাক্কালে সিন্ধুর রাজা ছিলেন- রাজা দাহির।
- মুসলমানরা সিন্ধু বিজয়কালে ইরাকের শাসনকর্তা ছিলেন- হাজ্জাজ বিন ইউসুফ।
- হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ছিলেন- ইরাকের শাসনকর্তা।
- মুহাম্মদ বিন কাসিমকে সিন্ধু অভিযানে প্রেরণ করেন- হাজ্জাজ বিন ইউসুফ।
- সিন্ধু অভিযানে মুসলিম সেনাপতি ছিলেন- মুহাম্মদ বিন কাসিম।
- মুহাম্মদ বিন কাসিম সর্বপ্রথম যে বন্দর জয় করেন- দেবল।

উমাইয়া খলিফা
- উত্তর আফ্রিকা (মুসা নুসাইর)
- স্পেন (তারিক)

খলিফা ওয়ালিদ → হাজ্জাজ বিন ইউসুফ → জামাতা মীর কাসিম

সুলতান মাহমুদের ভারত আক্রমণ

- সুলতান মাহমুদ শাসনকর্তা ছিলেন- গজনীর (৯৯৭-১০৩০)।
- সুলতান মাহমুদ ভারত আক্রমণ করেন- ১৭ বার।
- সুলতান মাহমুদের সভাকবি ছিলেন- ফেরদৌসী।
- ফেরদৌসীর রচিত অমর কাব্যগ্রন্থের নাম- শাহনামা।
- ফেরদৌসীকে বলা হয়- প্রাচ্যের হোমার।
- সোমনাথ মন্দির অবস্থিত- ভারতের গুজরাটে।
- সুলতান মাহমুদ 'সোমনাথ মন্দির' আক্রমণ করেন- ১০২৬ সালে।
- সুলতান মাহমুদের রাজ্যসভায় নামকরা দার্শনিক ও জ্যোতির্বিদ- আল বেরুনী।

তরাইনের ২টি যুদ্ধ

(চৌহান)

মুহম্মদ ঘুরি → মঈজউদ্দিন মুহম্মদ বিন সাম

১১৯১
প্রথম যুদ্ধ

১১৯১ সালে মুহম্মদ ঘুরী ও পৃথ্বীরাজ চৌহানের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। মুহম্মদ ঘুরী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন।

১১৯২
দ্বিতীয় যুদ্ধ

১১৯২ সালে মুহম্মদ ঘুরী ও পৃথ্বীরাজ চৌহানের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। পৃথ্বীরাজ চৌহান পরাজিত ও নিহত হয়। ঘুরীর জয়লাভের মধ্য দিয়ে মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

দিল্লি সালতানাতের ৫টি রাজবংশ

দাস বংশ

খলজী বংশ

তুঘলক বংশ

সৈয়দ বংশ

লোদী বংশ

দাস বংশের শাসনের ধারাবাহিকতা

ঘুরী

মুহাম্মদ ঘুরী

কুতুবুদ্দিন আইবেক

কুতুবউদ্দীন আইবেক

কৃতদাস

ইলতুৎমিশ

ইলতুৎমিশ

কন্যা

সুলতানা রাজিয়া

অকর্মণ্য

বাহরাম শাহ

গিয়াসউদ্দিন বলবন

- মুহম্মদ ঘুরীর কৃতদাস ছিলেন কুতুবউদ্দীন আইবেক।
- কুতুবউদ্দীন আইবেকের কৃতদাস চছিলেন ইলতুৎমিশ।
- ইলতুৎমিশের কন্যা ছিলেন দিল্লির সিংহাসনে আরোহণকারী প্রথম নারী সুলতানা রাজিয়া।

দাস বংশীয় উল্লেখযোগ্য শাসকগণ

সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেক (১২০৬-১২১০ খ্রি.)

- ভারতবর্ষে স্থায়ীভাবে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।
- দিল্লি সালতানাত ও দাস বংশের প্রতিষ্ঠাতা।
- উত্তর ভারতে রাজ্য বিস্তার করে দিল্লিতে রাজধানী স্থাপন করেন।
- বদান্যতা ও দানশীলতার জন্য তাঁকে 'লাখবক্স' বলা হতো।
- আজমিরে 'আড়াই দিনকা ঝোপড়া' মসজিদ নির্মাণ করেন।
- ভারতের দিল্লিতে 'কুতুব মিনার' নির্মাণ কাজ শুরু করেন।
- 'কুতুব মিনারের' নামকরণ করা হয় যার নামানুসারে- দিল্লির বিখ্যাত সাধক কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকি।

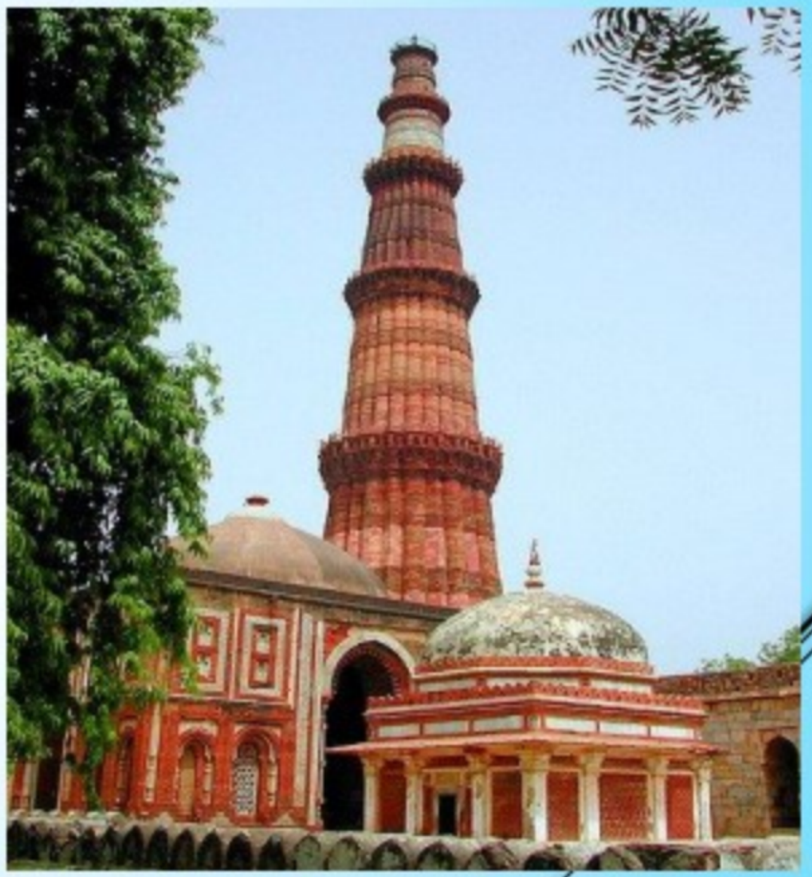

কুতুব মিনার

সুলতান শামসউদ্দিন ইলতুৎমিশ (১২১১-১২৩৬ খ্রি.)

- দিল্লির সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা।
- 'সুলতান-ই-আজম' উপাধি প্রদান করেন-বাগদাদের খলিফা আল মুনতাসির বিল্লাহ।
- কুতুব মিনারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করেন।
- ইলতুৎমিশ চল্লিশজন তুর্কি ক্রীতদাসদের নিয়ে একটি দল গঠন করেন যা ইতিহাসে 'বন্দেগান-ই-চেহেলগান' বা 'চল্লিশ চক্র' নামে পরিচিত।
- ভারতের মুসলমান শাসকদের মধ্যে তিনিই প্রথম আরবীয় মুদ্রা প্রচলন করেন যা 'রুপিয়া' নামে পরিচিত।

সুলতানা রাজিয়া (১২৩৬-১২৪০ খ্রি.)

সুলতানা রাজিয়া ছিলেন ইলতুৎমিশের কন্যা। তিনি দিল্লির সিংহাসনে আরোহণকারী প্রথম মুসলিম নারী। সুলতানা রাজিয়ার সমাধি রয়েছে পুরোনো দিল্লীর বুলবুল-ই-খানা মহল্লায়।

বাহরাম শাহ

সুলতানা রাজিয়ার পর ইলতুৎমিশের তৃতীয় পুত্র বাহরাম শাহ দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। তিনি ছিলেন অকর্মণ্য ও অপদার্থ। তাঁর রাজত্বকালে অভিজাতবর্গের ক্ষমতা ও প্রভাব প্রতিপত্তি বেড়ে যায়। এই অভিজাতবর্গ ইতিহাসে 'চল্লিশের দল' নামে পরিচিত।

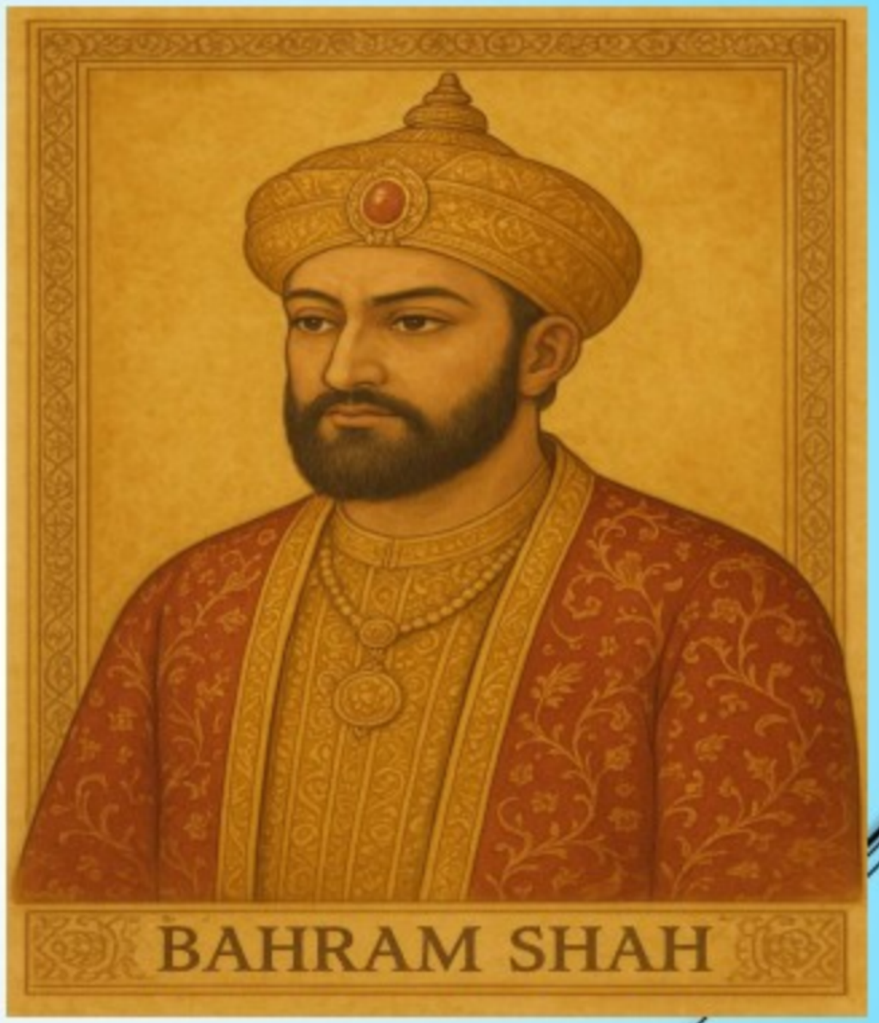

সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন (১২৬৬-১২৮৭ খ্রি.)

সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনকে 'মহান শাসক' বলা হয়। শাহী দরবারের মর্যাদা ও পুনরুদ্ধারের জন্য এবং শান্তি শৃঙ্খলা লক্ষ্যে 'রক্তপাত ও কঠোর নীতি' (Blood and Iron Policy) গ্রহণ করেন। তিনি বিদ্যোৎসাহী ও গুণীজনের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। 'ভারতের তোতা পাখি' (বুলবুলে হিন্দ) নামে পরিচিত আমীর খসরু বলবনের দরবার অলংকৃত করেন।

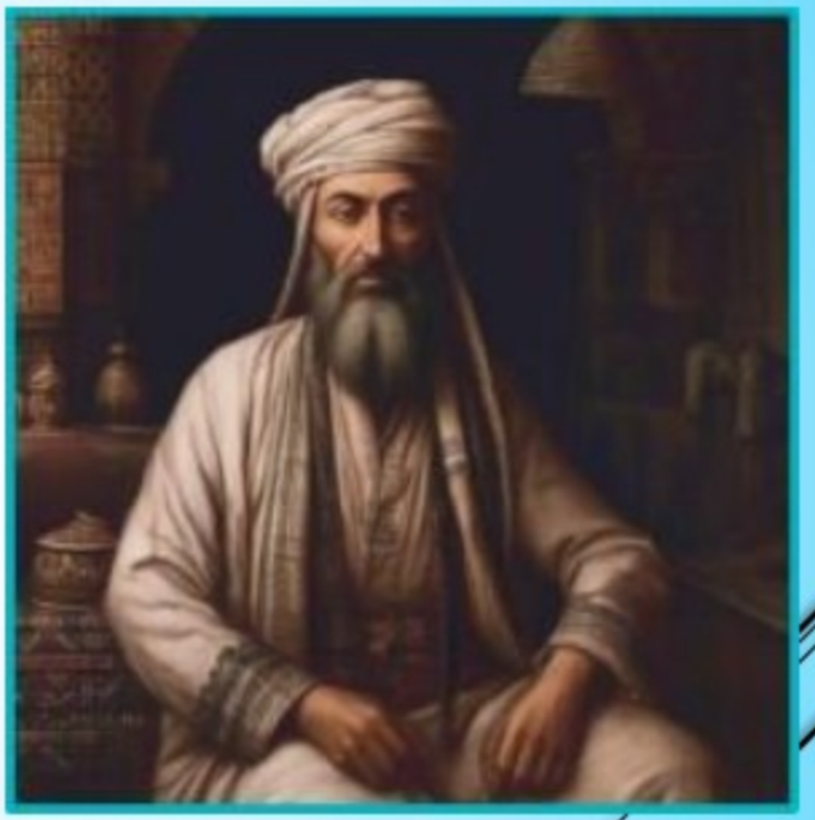

খলজি বংশীয় উল্লেখযোগ্য শাসকগণ

জালালউদ্দিন খলজি (১২৯০-১২৯৬ খ্রি.)

- খলজি বংশের প্রতিষ্ঠাতা।
- তাঁর রাজত্বকালে ১২৯১ সালে মোঙ্গলরা দুর্ধর্ষ মোঙ্গল নেতা হালাকু খানের পৌত্র আবদুল্লাহর নেতৃত্বে ভারতীয় উপমহাদেশে আক্রমণ করে। সুলতান সাহসিকতার সাথে মোঙ্গলদের এই আক্রমণ প্রতিহত করে।

আলাউদ্দীন খলজি (১২৯৬-১৩১৬ খ্রি.)

রাজা রামচন্দ্র

- প্রথম মুসলমান শাসক হিসাবে দাক্ষিণাত্য জয় করেন- আলাউদ্দীন খলজি।
- দাক্ষিণাত্য অভিযানে নেতৃত্ব দেন সুলতানের সেনাপতি- মালিক কাফুর।
- দ্রব্যের মূল্য ও বাজার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন- আলাউদ্দীন খলজি।
- পাঞ্জাবের শাসনকর্তা গাজী মালিক দিল্লীর সিংহাসন দখল করেন- ১৩২০ সালে।
- খলজি বংশের অবসান ঘটে- গাজী মালিকের সিংহাসন আরোহণের মধ্য দিয়ে।
- সুলতান ফ্রান্সের রাজা চর্তুদশ লুই এর ন্যায় ঘোষণা করেন, "আমিই রাষ্ট্র।"

তুঘলক বংশীয় উল্লেখযোগ্য শাসকগণ

গিয়াসউদ্দিন তুঘলক

- **পূর্বনাম:** গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের পূর্বনাম ছিল গাজী মালিক।
- **পরিচয়:** তিনি একজন তুর্কি ক্রীতদাস ছিলেন।
- **উপমহাদেশে আগমন:** তিনি বলবনের রাজত্বকালে ভারতীয় উপমহাদেশে এসেছিলেন।
- **ক্ষমতায় আরোহণ:** তিনি একজন সাধারণ সৈনিক হিসেবে জীবন শুরু করেন এবং পরবর্তীতে আলাউদ্দিন খলজির রাজত্বকালে উন্নতির শিখরে পৌঁছান।
- **পদোন্নতি:** সুলতান কর্তৃক 'গাজী মালিক' উপাধিতে ভূষিত হয়ে তিনি সেনাবাহিনীর রক্ষক পদে উন্নীত হন।
- **দিল্লীর সিংহাসন দখল:** আলাউদ্দিন খলজির কোনো শক্তিশালী উত্তরাধিকারী না থাকায় ১৩২০ সালে গাজী মালিক 'গিয়াসউদ্দিন তুঘলক' নাম ধারণ করে দিল্লীর সিংহাসন দখল করেন।

মুহম্মদ বিন তুঘলক (১৩২৫-১৩৫১ খ্রি.)

ইবনে বতুতা → কাজীর পদে ৮ বছর

- দিল্লি থেকে রাজধানী দেবগিরিতে স্থানান্তর করেন।
- ভারতের প্রথম প্রতীক মুদ্রা প্রবর্তন করেন।
- সোনা ও রূপার মুদ্রার পরিবর্তে প্রতীক তামার মুদ্রা প্রচলন করেন।
- মুহম্মদ বিন তুঘলক কৃষির উন্নয়নের জন্য 'দিওয়ান-ই-কোহী' নামে স্বতন্ত্র কৃষি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। এ বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন 'আমির কোহী'।

তৈমুর লং-এর ভারত আক্রমণ

তৈমুর লং ছিলেন তুর্কি চাগতাই বংশীয়। খোঁড়া ছিলেন বলে তাকে 'লং' বলা হতো। তাঁর পিতার নাম আমির তুরঘাই। তুঘলক বংশের শেষ সুলতান মাহমুদ শাহ রাজত্বে থাকাকালীন ১৩৯৮ সালে তৈমুর লং ভারত আক্রমণ করে দিল্লি অধিকার করেন।

সৈয়দ বংশীয় উল্লেখযোগ্য শাসকগণ

খিজির খান

সৈয়দ বংশের প্রতিষ্ঠাতা। নিজেকে নবীজির বংশধর দাবি করতেন।

আলাউদ্দিন আলম শাহ

তাঁর রাজত্বকালে রাজনৈতিক সংকট চরম আকার ধারণ করলে তিনি স্বেচ্ছায় পাঞ্জাবের শাসনকর্তা বাহলুল লোদীর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন।

লোদী বংশীয় উল্লেখযোগ্য শাসকগণ

বাহলুল লোদী

লোদী বংশের প্রতিষ্ঠাতা

সিকান্দার লোদী

সিকান্দার শাহ উপাধি ধারণ করেন

ইব্রাহিম লোদী

লোদী বংশের সর্বশেষ সুলতান ছিলেন।

মুঘল শাসন

পানি পথের যুদ্ধ: পানি পথ দিল্লি থেকে ৯০ কিমি উত্তরে যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত।

যুদ্ধ	সাল	জয়-পরাজয়/তথ্যকণিকা
প্রথম যুদ্ধ	১৫২৬ খ্রি.	বাবর ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করেন। দিল্লির সালতানাতের পতন হয়, ভারতে মুঘল সাম্রাজের সূচনা হয়। ভারতের ইতিহাসে প্রথম কামান ব্যবহৃত হয়।
দ্বিতীয় যুদ্ধ	১৫৫৬ খ্রি.	সম্রাট আকবর আফগান নেতা হিমুকে পরাজিত করে দিল্লি জয় করেন।
তৃতীয় যুদ্ধ	১৭৬১ খ্রি.	আহমদ শাহ আবদালি মারাঠিদেরকে পরাজিত করেন।

মসলিন

[redacted]

জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবর :

- পিতা → তৈমুর লং এর বংশধর
  মাতা → চেঙ্গিস খান " "
- আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ → তুযুক-ই-বাবর
- যুদ্ধ
  - ১৫২৬ → পানিপথের ১ম যুদ্ধ
  - ১৫২৭ → খানুয়ার যুদ্ধ (রানা সংগ্রাম সিংহ)

[redacted]

নাসির উদ্দিন মুহম্মদ হুমায়ুন:

- বাবর —মৃত্যু→ হুমায়ুন
- ১৫৩৮ সালে বাংলায় প্রবেশ → গৌড় → সৌন্দর্য দেখে নামকরণ → জান্নাতাবাদ
- ১৫৩৯ → চৌসার যুদ্ধ → শেরশাহ এর নিকট পরাজিত হন।
- ১৫৪০ → বিলগ্রামের যুদ্ধ → " " " " "
- পাঠান সাম্রাজ্য / শূর শাসন → শেরশাহ

শুর শাসন (১৫৪০-১৫৫৫)

কৃতিত্ব :

→ গ্রান্ড ট্রাঙ্ক Road (সোনারগাঁও ↔ লাহোর)

→ ঘোড়ার মাধ্যমে ডাক আনা নেয়া . . . ।

→ কবুলিয়ত ও পাট্টা প্রথা

১৫৫৫ → হুমায়ুন পুনরায় দিল্লী দখল

১৫৫৬ → " মারা যান।

↓

১৪ বৈরাম খাঁ → আকবর (১৩ বছর)

↓

Jahangir

↓

শাহজাহান → আওরঙ্গজেব → মুহম্মদ শাহ

হয় বাহাদুর শাহ

মধ্যযুগের বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস

- **মধ্যযুগে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের সময়কালঃ** ১২১৪ থেকে ১৭৫৭
- **বাংলা মুসলিমদের শাসনে থাকেঃ** ১২০৪ থেকে ১৭৬৫ সাল পর্যন্ত সাড়ে ৫০০ বছর।
- **বাংলায় প্রথম মুসলিম শাসকঃ** ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ-বিন-বখতিয়ার খিলজি (১২০৪)

ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ-বিন-বখতিয়ার খিলজি

- **পরিচয়:** বাংলার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাংশে মুসলিম শাসনের সূচনা করেন।
- **অধিবাসী ছিলেন:** আফগানিস্তানের
- **জাতি হিসেবে:** তুর্কি
- **বংশ:** খিলজি
- **পেশা:** সৈনিক
- **বিহার জয় করেন:** ১২০৩ সালে
- **বাংলা জয় করেন:** ১২০৪ সালে
- **বাংলার রাজধানী স্থাপন করেন:** লক্ষ্মণাবতীতে (গৌড়)। তখন লক্ষ্মণাবতী লখনৌতি নামে পরিচিত ছিল।
- **খুন হন:** তিব্বত অভিযানে ১২০৬ সালে আলী মর্দান নামক একজন আমির দ্বারা ধারণা করা হয়]।

বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা

শাসনামল	সময়কাল				
তুর্কি শাসন	১২০৪-১৩৩৮				
	খিলজি শাসন		দিল্লির মুসলিম শাসকদের প্রদেশের অধীন 'মামলুক' শাসন		
	১২০৪-১২২৭		১২২৭-১২৮৭ (৬০ বছর)		
সুলতানী আমল	১৩৩৮-১৫৩৮				
	ইলিয়াস শাহী বংশ	রাজা গণেশের বংশ	পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশ	হাবশী শাসন	হুসেন শাহী
	১৩৪২-১৪১১	১৪১৪-১৪৩৫	১৪৩৫-১৪৮৭	১৪৮৭-১৪৯৩	১৪৯৩-১৫৩৮
আফগান শাসন	১৫৩৮-১৫৭৬				
	শূর শাসন	স্বাধীন শূর সালতানাত		করররানি শাসন	
	১৫৩৮-১৫৫৩	১৫৫৩-১৫৬৩		১৫৬৩-১৫৭৬	
মুঘল আমল	১৫৭৬-১৭৫৭				
	বারো ভূঁইয়াদের শাসন	সুবেদারি শাসন		নিজামত বা নবাবি আমল	
	১৫৭৬-১৬১০	১৬১০-১৭০০		১৭০০-১৭৫৭	

তুর্কি শাসনামল[১২০৪-১৩৩৮]

শাসকের নাম	অবদান
সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওয়াজ খিলজি (১২১২-১২২৭)	➢ রাজধানী ছিল- গৌড় ➢ লখনৌতি নদীর তীরে তৈরি করেন- বসনকোর্ট দুর্গ ➢ মুসলিম শাসকদের মধ্যে সর্বপ্রথম গড়ে তোলেন- নৌবাহিনী ➢ স্বীকৃতিপত্র পান- আব্বাসীয় খলিফা আল নাসিরের কাছ থেকে
নাসির উদ্দিন মাহমুদ (১২২৭-১২২৯)	➢ বাংলায় প্রথম তুর্কি শাসক ছিলেন। ➢ ইলতুৎমিশের পুত্র ছিলেন।
তুঘরিল	মামলুক তুর্কিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন (দাসদের- মামলুক বলা হয়)
বুঘরা খান	নাম গ্রহণ করেন 'নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহ' নামে প্রথম স্বাধীন সুলতান হিসেবে বাংলা শাসন করেন
সুলতান শামসুদ্দিন ফিরুজ শাহ্ (১৩০১-১৩২২)	➢ তাঁর শাসনামলে বাংলায় আগমন করেন- হযরত শাহজালাল (র:) **হযরত শাহজালাল (র:) [১২৭১-১৩৪৬]** ➢ পুরো নাম: শেখ শাহ জালাল, কুনিয়াত: মুজাররদ ➢ জন্ম: তুরস্কে [কিন্তু বাবা ইয়েমেনি। ➢ ইসলাম প্রচারে সিলেট এসেছিলেন: ১৩০৩ সালে (৩২ বছর) ➢ শাহজালালের সফরসঙ্গী ছিলেন: ৩৬০ জন আউলিয়া ➢ পরিচিতিমূলক বিশেষণ: কুনিয়ায়ি ➢ ইবনে বতুতা তাঁর নাম দেন: তাবরিজি ➢ সমাধি: সিলেটে ➢ সমাধির ফলকলিপির নাম: সুহেলি ইয়্যামানি

বাংলায় স্বাধীন সুলতানি আমল (১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রি.)

দিল্লির সুলতানগণ এই ২০০ বছর বাংলাকে তাদের অধিকারে রাখতে পারেননি। এ সময় বাংলায় সুলতানগণ স্বাধীনভাবে বাংলা শাসন করেন।

সুলতান	সময়কাল	ঘটনা/তথ্যকণিকা
ফখরউদ্দিন মুবারক শাহ	১৩৩৮-১৩৫০ খ্রি.	বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান।
শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ	১৩৪২-১৩৫৮ খ্রি.	তিনি 'বাঙ্গালাহ' নামটি প্রবর্তন করেন।
গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ	১৩৯৩-১৪১১ খ্রি.	তাঁর শাসনামলে রাজধানী ছিল সোনারগাঁও। পারস্যের কবি হাফিজের সাথে তার পত্রালাপ হতো।
জালাল উদ্দিন মুহাম্মদ শাহ	১৪১৫-১৪১৬ খ্রি. ১৪১৮-১৪৩১ খ্রি.	রাজা গণেশের পুত্র, উপাধি 'খলিফাতুল্লাহ'।
আলাউদ্দিন হুসেন শাহ	১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.	বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ স্বাধীন সুলতান। বাংলার রাজধানী ছিল গৌড়। তাঁর শাসনামল 'স্বর্ণযুগ' নামে খ্যাত।
নাসিরউদ্দিন নুসরাত শাহ	১৫১৫-১৫৩২ খ্রি.	প্রজাদের পানির কষ্ট দূর করার জন্য তিনি বিভিন্ন স্থানে কূপ ও পুকুর খনন করেন। যেমন: বাগেরহাটের মিঠা পুকুর।
গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ	১৫৩৩-১৫৩৮ খ্রি.	বাংলার শেষ স্বাধীন সুলতান।

উপমহাদেশ/বাংলায় ভ্রমণকারী উল্লেখযোগ্য পরিব্রাজক/পর্যটক

পর্যটক	দেশ	ভ্রমণের সময়	অন্যান্য তথ্য
মেগাস্থিনিস Megasthenes	গ্রিস	**সময়কাল-** খ্রিষ্টপূর্ব ৩০২ অব্দ **শাসনামল-** চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের	❖ মেগাস্থিনিসের রচিত গ্রন্থ- 'ইন্ডিকা' (Indica) যা উপমহাদেশের প্রামাণ্য দলিল। ❖ মেগাস্থিনিস ছিলেন- ভূগোলবিদ (বাংলায় আসেননি)।
ফা-হিয়েন	চীন	**সময়কাল-** ৩৮০-৪১৪ খ্রিষ্টাব্দ **শাসনামল-** দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের	❖ বাংলায় ভ্রমণকারী প্রথম পর্যটক- ফা-হিয়েন। ❖ বিখ্যাত গ্রন্থ-**ফো-কুয়ো-কিং**
হিউয়েন সাং	চীন	**সময়কাল-** ৬৩০-৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দ **শাসনামল-** হর্ষবর্ধনের	❖ হিউয়েন সাং অধ্যয়ন করেছিলেন- 'নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে'। ❖ **গ্রন্থ-** সিদ্ধি শিলভদ্র আচার্য
মা হুয়ান ও গং জেন	চীন	**সময়কাল-**১৪০৫-১৪৩৩ খ্রিষ্টাব্দ **শাসনামল-**গিয়াসউদ্দিন আজমশাহ	❖ মা হুয়ান ৭ বার ভারত মহাসাগর অভিযানে বের হন। ❖ গং জেন ছিল মা হুয়ানের সহকারি
ইবনে বতুতা	মরক্কো	**সময়কাল-** ১৩৩৪ সালে ভারতে এবং ১৩৪৬ সালে বাংলায় **শাসনামল-** দিল্লিতে মুহম্মদ বিন তুঘলকের এবং বাংলায় ফখরুদ্দিন মোবারক শাহের আমলে।	❖ **পুরো নাম-** শেখ আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ❖ **বাংলা ভ্রমণের উদ্দেশ্য-** সুফি সাধক শেখ জালালউদ্দিন বা হযরত শাহজালাল মুজাররদ-ই-ইয়্যামানির দর্শন লাভ (১৩৪৬) ❖ **বাংলায় প্রথম ভ্রমণ**-সাদকাঁও বা চাটগাঁও (৯ জুলাই, ১৩৪৬) ❖ **সুনুরকাঁও বা সোনারগাঁও সফর করেন-** ১৪ আগস্ট, ১৩৪৬ ❖ **বাংলা থেকে রওনা দেন-** জাভা দ্বীপে ❖ **ইবনে বতুতার বাংলা ভ্রমণ নিয়ে গ্রন্থ সংকলক-ইবনে জুযাই** ❖ **গ্রন্থ-** 'কিতাবুল রেহালা' (সফরনামা)/"তুহফাতুন-নুজ্জার ফি গারাইবিল আমসার ওয়া আজাইবিল আস্কার" ***Note:*** **'কিতাবুল হিন্দ'** এর লেখক- আল বেরুনি।
নিকল দ্য কন্টি	ভেনি, ইতালি	**সময়কাল-**১৪২০-১৪৪৪ খ্রিষ্টাব্দ	❖ নিকল দ্য কন্টি বর্ণিত 'সেরনোভা' হলো সোনারগাঁও। ❖ আন্দামন দ্বীপপুঞ্জ হয়ে বাংলায় আসেন।

বারো ভুঁইয়াদের ইতিহাস

- বারো ভূঁইয়াদের নেতা ছিলেন- ঈশা খাঁ।
- ঈশা খাঁর মৃত্যুর পর নেতা হয়- ঈশা খাঁর ছেলে মুসা খাঁ।
- বারো ভূঁইয়াদের চূড়ান্তভাবে দমন করা হয়- সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে।
- বাংলার বারো ভূঁইয়াদের একজন শক্তিশালী শাসক ছিলেন- প্রতাপ আদিত্য।
- বারো ভূঁইয়াদের চূড়ান্তভাবে দমন করেন- সুবাদার ইসলাম খান।

বাংলায় মুঘল শাসন

দু ভাগে শাসনকাল অতিবাহিত হয়-

- ❑ সুবাদারি শাসন ✓
- ❑ নবাবী শাসন ✓

বাংলায় সুবাদারি শাসন

শাসক	সময়কাল	তথ্যকণিকা
ইসলাম খান	১৬০৮-১৬১৩ খ্রি.	বাংলায় সুবাদারি শাসনের প্রতিষ্ঠাতা। রাজধানী ঢাকার গোড়াপত্তন করেন। ঢাকার নামকরণ করেন জাহাঙ্গীরনগর। ধোলাইখাল খনন করেন, নৌকা বাইচের প্রবর্তন করেন।
শাহ্ সুজা	১৬৩৯-১৬৬০ খ্রি.	মুঘল সম্রাট শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র।
মীর জুমলা	১৬৬০-১৬৬৩ খ্রি.	ঢাকা গেট (রমনা গেট) নির্মাণ করেন।
শায়েস্তা খাঁ	১৬৬৪-১৬৭৮ খ্রি. ১৬৮০-১৬৮৮ খ্রি.	দু'দফায় মোট ২২ বছর বাংলা শাসন করেন। ১ টাকায় ৮ মণ চাল পাওয়া যেত।

বাংলায় নবাবী শাসন

নবাব	শাসনামল	ঘটনা
মুর্শিদকুলী খাঁ	১৭১৭-১৭২৭ খ্রি.	বাংলার প্রথম স্বাধীন নবাব, রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তর করেন।
সুজাউদ্দিন মুহাম্মদ খান	১৭২৭-১৭৩৯ খ্রি.	X
সরফরাজ খান	১৭৩৯-১৭৪০ খ্রি.	X
আলীবর্দী খান	১৭৪০-১৭৫৬ খ্রি.	মারাঠারা (বর্গী) অনেকবার আক্রমণ করে। বর্গী হাঙ্গামা
সিরাজ-উদ-দৌলা	১৭৫৬-১৭৫৭ খ্রি.	বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব, প্রকৃত নাম মীর্জা মুহাম্মদ। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন ভাগীরথী নদীর তীরে পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজদের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হন।
মীর কাসিম	১৭৬০-১৭৬৪ খ্রি.	মীর জাফরের জামাতা। ১৭৬৪ সালের অক্টোবর মাসে বক্সার নামক স্থানে ইংরেজ বাহিনীর সাথে যুদ্ধে পরাজিত হন।

ইউরোপীয় বণিকদের আগমন

আগমনকারী	উপমহাদেশে আগমন	বাংলায় আগমন	বাংলায় যে নামে পরিচিত	বাংলায় প্রথম কুঠি	বাংলা ত্যাগ
পর্তুগিজ	১৪৯৮ (কালিকট)	১৫১৬ (হুগলি)	ফিরিঙ্গি	হুগলি (১৫১৭)	(চট্টগ্রাম)
ইংরেজ	১৬০০ (আকবরের দরবার)	১৬০০	ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি	হরিহরপুর (১৬৩৩)	১৯৪৭
নেদারল্যান্ডস/ ডাচ/ওলন্দাজ	১৬০২	১৬৩০	ওলন্দাজ	চুচুড়া ও বাকুড়ায়	১৮০৫
ডেনমার্ক/ ডেনিশ	১৬২০	১৬৭৬	দিনেমার	শ্রীরামপুর (১৬৭৬)	১৮৪৫
ফ্রান্স/ ফরাসি	১৬৬৮	১৬৭৪	ফরাসি	চন্দননগর	১৭৯৩

উপমহাদেশের ইংরেজ শাসন

শাসন/শাসক	সময়কাল	ঘটনা
রবার্ট ক্লাইভ	১৭৬৪-১৭৭২ খ্রি.	দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা (বিচার ও শাসন ক্ষমতা নবাবের হাতে এবং রাজস্ব আদায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উপর ন্যস্ত) চালু করেন। ১৭৭০ সালে (বাংলা ১১৭৬) মহা দুর্ভিক্ষ হয় (ছিয়াত্তরের মন্বন্তর)।
ওয়ারেন হেস্টিংস	১৭৭৩-১৭৮৫ খ্রি.	উপমহাদেশে প্রথম রাজস্ব বোর্ড স্থাপন করেন।
লর্ড কর্নওয়ালিস	১৭৮৬-১৭৯৩ খ্রি.	সরকারি কর্মচারীদের জন্য বিধি বিধান চালু করেন যা পরে 'ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস' নামে প্রচলিত হয়।
লর্ড ওয়েলেসলি	১৭৯৮-১৮০৮ খ্রি.	মহীশূরের শাসনকর্তা টিপু সুলতানের সাথে যুদ্ধে টিপু সুলতান পরাজিত হন।
লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক	১৮২৮-১৮৩৫ খ্রি.	১৮২৯ সালের ৪ ডিসেম্বর সতীদাহ প্রথা রহিত করেন রাজা রাম মোহন রায়ের সহায়তায়।
লর্ড ডালহৌসি	১৮৪৮-১৮৫৬ খ্রি.	১৮৫০ সালে প্রথম টেলিগ্রাফ লাইন স্থাপন করেন, ১৮৫৩ সালে প্রথম রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করেন। ২৬ জুলাই ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইন চালু করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহায়তায়।
লর্ড ক্যানিং	১৮৫৬-১৮৬২ খ্রি.	ভারতবর্ষের প্রথম ভাইসরয় (বড় লার্ট)। ১৮৬১ সালে পুলিশ আইন ও প্রথম কাগজের মুদ্রা চালু করেন।
লর্ড মেয়ো	১৮৬৯-১৮৭২ খ্রি.	১৮৭২ সালে ভারতবর্ষে প্রথম আদমশুমারি হয়।
লর্ড লিটন	১৮৭৬-১৮৮০ খ্রি.	১৮৭৮ সালে অস্ত্র আইন প্রণয়ন করেন।
লর্ড রিপন	১৮৮০-১৮৮৪ খ্রি.	১৮৮২ সালে প্রথম ভারতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন। ১৮৮৪ সালে ভারতে প্রথম স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা (মিউনিসিপাল আইন) চালু করেন।

শাসন/শাসক	সময়কাল	ঘটনা
লর্ড কার্জন	১৮৯৯-১৯০৫ খ্রি.	১৬ অক্টোবর ১৯০৫-বাংলা প্রদেশকে ২ ভাগে ভাগ করেন (বঙ্গভঙ্গ)
লর্ড হার্জিঞ্জ	১৯১০-১৯১৬ খ্রি.	১২ ডিসেম্বর ১৯১১ বঙ্গভঙ্গ রদ। ব্রিটিশ ভারতীয় রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তর।
লর্ড মাউন্টব্যাটেন	১৯৪৭ খ্রি.	ভারতের শেষ গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয়। ৩ জুন ১৯৪৭ ভারতবর্ষকে ভারত ও পাকিস্তান নামক সার্বভৌম রাষ্ট্র বিভক্তকরণ (দ্বি-জাতিতত্ত্ব) ১৮ জুলাই ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ পার্লমেন্টে 'ভারত স্বাধীনতা আইন ১৯৪৭' প্রনীত হয়। র‍্যাডক্লিফের নেতৃত্বে ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত রেখা চিহ্নিত করা হয়। উক্ত সীমান্ত রেখার নাম র‍্যাডক্লিফ লাইন।

বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন

আন্দোলন	সময়কাল	ঘটনা
ফকির সন্ন্যাসী আন্দোলন	১৭৬০-১৮৪০ খ্রি.	নেতা- মজনু শাহ, মুসা শাহ, চেরাগ আলী, ভবানী পাঠক, নূর আলদ্বীন প্রমুখ।
চাকমা বিদ্রোহ	১৭৭৬-১৭৮৯ খ্রি.	বার বার রাজস্বের হার বৃদ্ধি করার প্রতিবার করেন চাকমা রাজ্য জোয়ান বক্স।
তিতুমীরের আন্দোলন	১৮৩১	তিতুমীর (প্রকৃত নাম মীর নিসার আলী)। নারিকেল বাড়িয়ায় বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করে। ১৯ নভেম্বর ১৮৩১ সালে ইংরেজদের সাথে ভয়াবহ যুদ্ধে তিতুমীর শহিদ হন।
ফরায়েজি আন্দোলন		হাজী শরীয়তুল্লাহ ইসলামের ফরজ পালনের জন্য জোর প্রচার চালান (ফরায়েজি আন্দোলন)। তাঁর পুত্র দুদু মিয়া (মুহসিন উদ্দীন) এর নেতৃত্বে এ আন্দোলন রাজনৈতিক রূপ নেয়।
সাঁওতাল বিদ্রোহ	৩০ জুন ১৮৫৫	স্বাধীন সাঁওতাল রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন।
নীল বিদ্রোহ	১৮৫৯	নীলকররা চাষীদের জোরপূর্বক নীল চাষে বাধ্য করার প্রতিবাদে বিদ্রোহ হয়। ইংরেজ সরকার ১৮৬১ সালে 'নীল কমিশন' গঠন করেন। ১৮৬২ সালে নীল বিদ্রোহের অবসান ঘটে।

ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন আন্দোলন

আন্দোলন	সময়কাল	ঘটনা
স্বদেশি আন্দোলন		নেতৃত্ব দেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়। কবি মুকুন্দ দাস গ্রামে গ্রাম ঘুরে মানুষকে উজ্জীবিত করেন।
সশস্ত্র বৈপ্লবিক আন্দোলন	১৯০৬	ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকি কিংস ফোর্ডের গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষেপ করেন। ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়, প্রফুল্ল চাকি আত্ম হত্যা করেন।
চট্টগ্রামের যুগ বিদ্রোহ	১৮ এপ্রিল ১৯৩০	মাস্টার দা সূর্যসেন দলবল নিয়ে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করেন। তাঁর শিষ্য প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। সূর্যসেনের ফাঁসি হয় ১৯৩৪ সালের ১২ জানুয়ারি।
খিলাফত আন্দোলন	প্রথম বিশ্বযুদ্ধ	নেতৃত্ব দেন মাওলানা মোহাম্মদ আলী, মাওলানা শওকত আলী, আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ।
অসহযোগ আন্দোলন	১৯২০-১৯২২	নেতৃত্ব দেয় মহাত্মা গান্ধী
তেভাগা আন্দোলন	১৯৪৬-১৯৪৭	আন্দোলনের জনক হাজী মোহাম্মদ দানেশ। নেতৃত্ব দেন ইলা মিত্র।